

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 | বর্ষ ১ ◆ শিলচর, বুধবার, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ১৯ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-1 | 7th October 2026 ◆ Wednesday ◆ KRC Times East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



শিলচরে ৪২টির মধ্যে ৩৪ ওয়ার্ড বিজেপির দখলে

কংগ্রেসের ভরাডুবি, মাত্র দু'টি ওয়ার্ডে জয়; ছ'টিতে নির্দল

শিলচর, ৭ অক্টোবর: প্রত্যাশিত ফলই হল শিলচর পুরনিগমের প্রথম নির্বাচনে। ৪২টি ওয়ার্ডের মধ্যে শরিক অগপকে সঙ্গে নিয়ে ৩৪টিতে জয় পেয়ে পুরনিগম দখল করল বিজেপি। এর মধ্যে বিজেপির একার জয় ৩২টি ওয়ার্ডে। অগপ জিতেছে দু'টিতে। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের ঝুলিতে মাত্র দু'টি ওয়ার্ড। বাকি ছ'টিতে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা।

ফল ঘোষণার পর স্পষ্ট, শহর শিলচর এখনও বিজেপির দুর্ভেদ্য দুর্গ। বিপরীতে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা আরও প্রকট হয়েছে। ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেসের তরুণ মুখ সাক্ষী বণিক জয় পেলেও, এর পিছনে তাঁর বাবা তথা পুর রাজনীতির পোড়খাওয়া খেলোয়াড় সজল বণিকের জনসংযোগ বড় ভূমিকা রেখেছে। ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেসের



রাজ্যশ্রী গোয়ালা জয়ী হয়েছেন।

শহরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আটটি ওয়ার্ডের একটিতেও কংগ্রেস জিততে পারেনি। ১৭ নম্বরে বিজেপির আতাউর রহমান লস্কর এবং ১৬ নম্বরে শরিক অগপ-র মিয়া খান জয়ী হয়েছেন।

বিজেপির কয়েকজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভুয়ো শংসাপত্রের অভিযোগ, মামলা এবং দলীয় বিদ্রোহ নিয়েও ভোটের আগে যথেষ্ট চর্চা হয়েছিল। কিন্তু ফলাফলে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে ৮২ ভোটে বিজেপির উত্তম গোয়ালা নির্দল দেবাশিস রায়কে হারিয়েছেন। ৪২ নম্বরে কংগ্রেসের টিকিট না পেয়ে নির্দল হয়ে লড়া বিশ্বতোষ নাগ জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন।

রর নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির অভিষেক চক্রবর্তী প্রাক্তন কমিশনার মনোজ পালকে হারিয়েছেন। অন্যদিকে ১৯ নম্বরে বিজেপিকে হারিয়ে নির্দল ধ্রুবজ্যোতি দাস এবং আরেক শক্ত ঘাঁটি ২৭ নম্বরে নির্দল সম্পা দেবরায় ধর জয়ী হয়েছেন। কংগ্রেসের একাধিক প্রবীণ নেতার ঘাঁটিতেও বিজেপি জয় পেয়েছে।

এবার পাহাড় ভাঙল শিমলায় পাথর-মাটির নিচে বহু গাড়ি, পরিত্রাহী চিৎকার

উত্তরাখণ্ড, ৭ অক্টোবর : হিমাচলপ্রদেশের সিমলার ধল্লি-সঞ্জৌলি বাইপাসে প্রকৃতির নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল পাহাড়ের একাংশ। কিছু বোঝার আগেই বিরাটাকার একাধিক পাথর রাস্তায় নেমে আসে। ব্যস্ত পথে তখন সারিবদ্ধ গাড়ি। বেশ কয়েকটি গাড়ি শিলাখণ্ড ও পাহাড় থেকে নেমে আসা মাটিতের নিচে চাপা পড়ে। যদিও কপাল জোড়ে বেঁচে যান গাড়ির ভিতরে থাকা লোকেরা। প্রকাশ্যে এসেছে সেই ভয়ংকর ভিডিও। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ধল্লি-সঞ্জৌলি বাইপাসে যানজটে আটকে পর পর দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য গাড়ি। চারপাশের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আচমকাই পালটে যায়। হঠাৎই পাহাড়ে একাংশ ভেঙে নেমে আসে রাস্তার উপরে। বিরাট শিলাখণ্ডগুলি সাক্ষাৎ মত্যুদূতের মতো আছড়ে পড়ে গাড়ির উপরে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, প্রাণভয়ে পরিত্রাহী চিৎকারে করে গাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছেন অনেকে।

কাছাড়ে ক্রীড়াপ্রতিভা অন্বেষণে 'খেল মহারণ ৩.০', প্রস্তুতি শুরু

শিলচর, ৭ অক্টোবর : আগামী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অসমের বিভিন্ন জেলায় শুরু হতে চলেছে 'খেল মহারণ ৩.০'। ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিভা অন্বেষণ এবং তরুণদের প্রতিযোগিতামূলক খেলায় যুক্ত করার লক্ষ্যে আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল চালু করেছে অসম সরকারের ক্রীড়া বিভাগ। এ বারের খেল মহারণে থাকছে আটটি বিভাগ-অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, দাবা, ভলিবল, যোগাসন, সাঁতার, বক্সিং এবং অ্যাকোয়াথলন। ক্রীড়া অনুযায়ী পৃথক বয়সশ্রেণি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা হবে পঞ্চায়েত, এলএসি, জেলা, জোন এবং রাজ্য স্তরে।

অ্যাথলেটিক্সে অনুর্ধ্ব ১২, অনুর্ধ্ব ১৪, অনুর্ধ্ব ১৬ এবং ১৬ বছরের উর্ধ্বে এই চারটি বিভাগে পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগীরা অংশ নিতে পারবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বাছাইপর্বের পর এলএসি স্তর থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ফুটবলে থাকছে অনুর্ধ্ব ১২ ও অনুর্ধ্ব ১৪ বিভাগ। পাশাপাশি পুরুষদের জন্য ১৬ থেকে ১৯ বছর এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য অনুর্ধ্ব ১৬ বছর বিভাগও রাখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বাছাইপর্বের পর এলএসি স্তর থেকে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

কাছাড় জেলায় সর্বাধিক পড়ুয়ার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়গুলিকে ভূমিকা নিতে বলা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষককে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে প্রতিদিন ১০০ থেকে ২০০ জন পড়ুয়ার নাম নথিভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। যোগ্য পড়ুয়া ও অংশগ্রহণকারীদের সময়মতো নাম নথিভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য পোর্টাল ব্যবহার করতে হবে। অসম সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলচর থেকে প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

পুরনিগমে এনডিএর বড় জয়ে কংগ্রেসকে নিশানা হিমন্তের

গুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর : শিলচর পুরনিগমের প্রথম নির্বাচনে এনডিএর বিপুল জয়কে কংগ্রেসের জনভিত্তি সঙ্কুচিত হওয়ার প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার ফল ঘোষণার পর তিনি বলেন, ৪২টি ওয়ার্ডের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র দু'টিতে জয় পেয়েছে। সেখানে বিজেপি একাই ৩২টি এবং শরিক অগপ দু'টি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে। অর্থাৎ এনডিএর দখলে গিয়েছে ৩৪টি ওয়ার্ড। নির্দল প্রার্থীরা জিতেছেন ছ'টিতে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের পর শিলচর পুরনিগমের ফলও কংগ্রেসের ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়া জনভিত্তির প্রমাণ। তাঁর কটাক্ষ, কংগ্রেসের চেয়েও বেশি আসন পেয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা।



রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ শইকিয়াও এই ফলকে বিজেপি এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রতি মানুষের আস্থার প্রতিফলন বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, শিলচরে কংগ্রেসের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেস যে অভিযোগ তুলেছিল, তা শেষ পর্যন্ত 'নিজের পাতা ফাঁদেই' পরিণত হয়েছে বলেও কটাক্ষ করেন শইকিয়া।

শিলচর পুরনিগমে এনডিএর জয়কে উন্নয়নের পক্ষে জনাদেশ বললেন পীযূষ

গুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর : শিলচর পুরনিগমের প্রথম নির্বাচনে এনডিএর জয়ের পর শহরবাসীকে ধন্যবাদ জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। বুধবার সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি দাবি করেন, ৪২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৪টিতে এনডিএর জয় বিজেপির উন্নয়নমূলক রাজনীতির প্রতি মানুষের আস্থার প্রমাণ। ফলাফলের পর শিলচরের ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শহরের উন্নয়নের গতি আরও বাড়ানোর কথাও বলেছেন তিনি।



হাজরিকার বক্তব্য, ব্যালটে ভোট হোক কিংবা ইভিএমে, মানুষের পছন্দ বিজেপি এবং উন্নয়নের রাজনীতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকনির্দেশ এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে 'বিকশিত অসম' গড়ার উদ্যোগে বরাক উপত্যকাও সমান গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর দাবি। রাজ্যের উন্নয়নে বরাকের কোনও অঞ্চল পিছিয়ে থাকবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

নিজের পোস্টে হাজরিকা লেখেন, রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শিলচর পুরনিগম নির্বাচনে শহরবাসীর সমর্থনকে সেই প্রচেষ্টার প্রতি আস্থা হিসেবে দেখছেন তিনি। প্রথম পুরনিগম নির্বাচনের ফল বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ফের প্রমাণ করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ফলাফল নিয়ে কংগ্রেসকেও কটাক্ষ করেছেন হাজরিকা। তাঁর মন্তব্য, ৪২টির মধ্যে এনডিএ ৩৪টি আসনে জয় পাওয়ার পর কংগ্রেসের অবস্থান নির্দলীয় প্রার্থীদেরও নীচে নেমেছে। নির্বাচনী সাফল্যের পর শহরের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ এবং উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত করার অঙ্গীকারও করেছেন মন্ত্রী।

ফ্লাইদুবাই কাণ্ড : 'সন্ত্রাসের নতুন ঢেউ আসছে, ভারতকেও সতর্কবার্তা ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূতের

নতুনদিল্লি, ৭ অক্টোবর : ফ্লাই দুবাই কাণ্ড বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। আর এর মধ্যেই সন্ত্রাসের নতুন ঢেউ নিয়ে ভারত-ইজরায়েলকে সতর্ক করলেন ভারতে নিযুক্ত ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূত রুভেন আজার। তাঁর দাবি, জঙ্গিরা সরকার ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির তুলনায় দ্রুদ্রুত নিজেদের কৌশল বদলাচ্ছে। তাই আগামী দিনে 'র্যাডিক্যাল ইসলামিস্ট' সন্ত্রাসের নতুন ঢেউ আসতে পারে বলেই আশঙ্কা তাঁর। ফ্লাইদুবাই বিমানে হামলার চেষ্টার ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই সতর্কবার্তা দিয়েছেন তিনি।



এক সাক্ষাৎকারে আজার বলেন, "জঙ্গিরা আমাদের চেয়ে দ্রুত এগোচ্ছে।" তাই নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক এবং দ্রুত পদক্ষেপ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, পরবর্তী সন্ত্রাসের ঢেউ আসবেই। সেই হুমকি মোকাবিলায় গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে নিজেদের প্রস্তুতি আরও বাড়াতে হবে।

জঙ্গি সংগঠনগুলির মধ্যে যোগাযোগ বাড়ছে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে হামাসের সাম্প্রতিক গতিবিধির কথা তুলে ধরেন ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূত। তাঁর দাবি, গত এক বছরে হামাসের কয়েকজন শীর্ষ নেতা পাকিস্তান ও বাংলাদেশে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নাজি জাহির এবং খালেদ আল-কাদুমির নামও উল্লেখ করেন তিনি।

আজারের দাবি, পাকিস্তানে জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তইবার মতো জঙ্গি সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হামাসের প্রতিনিধিদের দেখা গিয়েছে। এমনকি হামাসের কৌশল ও কাজের ধরন নিয়ে লস্করের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার তথ্যও পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি তাঁর।

২০২৫ সালের পহেলগাম জঙ্গি হামলাকেও এই প্রভাবের উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন আজার। তাঁর কথায়, "এই অঞ্চলের জঙ্গি সংগঠনগুলিকে হামাস অনুপ্রাণিত করেছে। পহেলগাম হামলা তারই একটি উদাহরণ।"

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

বুধবার, ১৯ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৭ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি

প্রশ্ন করতে শিখুক ছাত্রসমাজ!

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা আজ এক গভীর অস্বস্তির সামনে দাঁড়িয়ে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাস্তায় ছাত্রছাত্রীদের যে প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে, তাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখলে সমস্যার গভীরে পৌঁছনো যাবে না। এর পেছনে রয়েছে এমন এক উদ্বেগ, যা দীর্ঘদিন ধরে জমেছে এবং এখন আর উপেক্ষা করার মতো জায়গায় নেই। আগের যেকোনও সময়ের তুলনায় আজ অনেক বেশি তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছেন। তাঁরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসছেন, ডিগ্রি অর্জন করছেন এবং একটি উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু এই অভূতপূর্ব প্রসারের আড়ালে তৈরি হচ্ছে গভীর অনিশ্চয়তা।

একটি ভুল বা অনিয়মে ভর্তি কিংবা চাকরির স্বপ্ন ভেস্তে যেতে পারে। একটি পরীক্ষা বাতিল হতে পারে। নিয়োগ প্রক্রিয়া বছরের পর বছর ঝুলে থাকতে পারে। শিক্ষা ও জীবনযাত্রার খরচ ক্রমশ বাড়তে পারে। সব নিয়ম মেনে, সমস্ত পরিশ্রম করেও শেষ পর্যন্ত চাকরি বা জীবিকার নিশ্চয়তা নাও মিলতে পারে। এই জায়গাতেই ব্রাজিলীয় দার্শনিক পাওলো ফ্রেইরের চিন্তাভাবনা আজ নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাঁর Pedagogy of the Oppressed এবং Pedagogy of Hope শুধু শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা নয়; ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান অস্বস্তিকে বোঝার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ এক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়।

ফ্রেইরের একটি মৌলিক প্রশ্ন ছিল-শিক্ষা আসলে আমাদের কী শেখায়? শুধু তথ্য মুখস্থ করা? পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া? ডিগ্রি অর্জন করা? নাকি নিজের চারপাশের পৃথিবীকে বুঝে তাকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা অর্জন করাও শিক্ষার অংশ? ফ্রেইর যে 'ব্যাংকিং মডেল অব এডুকেশন'-এর সমালোচনা করেছিলেন, তার অর্থ শুধু একঘেয়ে শ্রেণিকক্ষ বা মুখস্থনির্ভর শিক্ষার বিরোধিতা নয়। এই মডেলে শিক্ষক জ্ঞান 'জমা' করেন, ছাত্র তা গ্রহণ করে। ছাত্রের কাজ প্রশ্ন করা নয়, উত্তর মনে রাখা। অনুসন্ধান নয়, পুনরুৎপাদন। ফলে ধীরে ধীরে এমন এক মানসিকতা তৈরি হতে পারে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করাটাই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।

এখানেই বিপদ। যদি সব জ্ঞান ওপর থেকে নিচে আসে, তবে কর্তৃত্বও কি ওপর থেকে নিচে আসবে না? ছাত্র যদি কেবল নির্দেশ গ্রহণ করতে শেখে, নাগরিক হিসেবেও কি সে শেষ পর্যন্ত কেবল নির্দেশ মানতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে না? ভারতের মতো দেশে প্রশ্নটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষা একই সঙ্গে সামাজিক মুক্তির হাতিয়ার এবং বৈষম্য পুনরুৎপাদনের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর কাছে শিক্ষা এখনও সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান বদলের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য পথ। কিন্তু সেই পথ সবার জন্য সমান নয়। কারও ভালো স্কুল রয়েছে, কারও নেই। কারও হাতে দ্রুতগতির ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত ডিভাইস এবং নামী কোচিংয়ের সুযোগ রয়েছে; কারও কাছে সেগুলি বিলাসিতা। কারও ইংরেজির ওপর দখল, বিশ্ববিদ্যালয়ের নেটওয়ার্ক বা দীর্ঘদিন পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার আর্থিক সামরঞ্জস্য রয়েছে; কারও নেই। অর্থাৎ 'মেধা' যাচাই করার আগেই প্রতিযোগীদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়।

তবু সামাজিক আলোচনায় প্রায়ই বলা হয়-যে পরিদ্রশ্রম করবে, সে সফল হবে। কথাটির মধ্যে অনুপ্রেরণা আছে, কিন্তু বাস্তবতার পুরো ছবি নেই। কারণ একজন ছাত্র যতই পরিশ্রম করুন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে তাঁর প্রস্তুতির মূল্য থাকে না। পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেলে তাঁর পরিকল্পনা ভেঙে পড়ে। ফল বাতিল হলে তাঁর সময় নষ্ট হয়। নিয়োগে শূন্যপদ না থাকলে তাঁর যোগ্যতা কোনও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারে না। তখন সমস্যাটি আর ব্যক্তিগত ব্যর্থতার থাকে না। তা হয়ে ওঠে ব্যবস্থাগত অনিশ্চয়তা। আজ ছাত্রছাত্রীদের উদ্বেগকে আমরা প্রায়ই ব্যক্তিগত মানসিক চাপ, ব্যর্থতার ভয় কিংবা প্রতিযোগিতার চাপ হিসেবে ব্যাখ্যা করি। কিন্তু উদ্বেগের একটি বড় অংশ প্রতিষ্ঠানগতও হতে পারে।

যে ব্যবস্থার ওপর একজন তরুণ তাঁর ভবিষ্যৎ তৈরি করছেন, সেই ব্যবস্থাই যদি বারবার অনিশ্চয়তা তৈরি করে, তাহলে সেই অস্থিরতা ব্যক্তির মনে তৈরি হবে না কেন? ছাত্রকে বলা হচ্ছে আরও পরিদ্রশ্রম করতে, আরও ভালো প্রস্তুতি নিতে, আরও কঠিন প্রতিযোগিতায় নামতে। কিন্তু একটি পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেলে, একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া বছরের পর বছর আটকে থাকলে কিংবা কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হঠাৎ পুরো পরিকল্পনা বদলে দিলে ব্যক্তিগত পরিশ্রম কতটা কার্যকর থাকবে?

এখানেই ব্যক্তি ও ব্যবস্থার দায়ের প্রশ্নটি সামনে আসে। ফ্রেইরের চিন্তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আধিপত্য সবসময় দৃশ্যমান দমন-পীড়নের মাধ্যমে আসে না। অনেক সময় তা এমন কিছু নিয়ম, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যেগুলিকে বলা হয়-'এটাই নিয়ম', 'এভাবেই চলে'।সবচেয়ে শক্তিশালী কাঠামো হয়তো সেটিই, যাকে প্রশ্ন করতে কাউকে উৎসাহ দেওয়া হয় না। পরীক্ষায় অনিয়ম, নিয়োগে বিলম্ব, শিক্ষা ও আবাসনের বাড়তি খরচ কিংবা ক্যাম্পাসে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ করলে তাঁদের অনেক সময় 'অধৈর্য', 'রাজনৈতিক' কিংবা 'বিশৃঙ্খল' বলে চিহ্নিত করা হয়।

কিন্তু অন্যভাবে প্রশ্নটি দেখা যায় কি? ছাত্রের প্রতিবাদ কি আসলে শিক্ষাব্যবস্থার কাছ থেকে তার নিজের প্রতিদ্রশ্রুতি রক্ষার দাবি নয়? একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা রাখতে বলতে পারে না, অথচ একই সঙ্গে এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে না যেখানে সেই আস্থার ভিত্তিই বারবার নষ্ট হয়। 'মেধাই সাফল্যের চাবিকাঠি' বলা যায়, কিন্তু মেধা যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটি যদি সবার জন্য সমান না হয়, তাহলে সেই দাবিকেও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে।

ন্যায্য পরীক্ষা, সময়মতো নিয়োগ, সাশ্রয়ী শিক্ষা কিংবা মর্যাদাপূর্ণ ক্যাম্পাস-এই দাবিগুলি তাই বিচ্ছিন্ন নয়। এগুলির মধ্যে একটি সাধারণ দাবি রয়েছে: প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

পশ্চিম এশিয়ায় ফের পরীক্ষার মুখে সামরিক শক্তির সীমা

পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ফের একটি পুরনো সত্য সামনে আনছে-শুধু সামরিক শক্তি দিয়ে যুদ্ধ থামানো যায়, কিন্তু স্থায়ী রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি করা যায় না। ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার, ইরানকে ঘিরে অস্থিরতা, গাজায় ইজরায়েল-হামাস সংঘাত, ইয়েমেনে হুথিদের উত্থান কিংবা লেবাননে হিজবুল্লাকে ঘিরে টানাপোড়েন-প্রতিটি ক্ষেত্রেই সামরিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক সমাধানের মধ্যে ফাঁক স্পষ্ট। ৩০ সেপ্টেম্বর ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে অভিযানে নিয়োজিত শেষ মার্কিন সেনারাও ইরাক ছেড়েছে। ২০০৩ সালের মার্কিন আগ্রাসনের ২৩ বছর পর এই অধ্যায় শেষ হল। বাগদাদে স্বস্তির ছবি দেখা গেলেও সামনে আরও কঠিন প্রশ্ন-দেশের মাটিতে সক্রিয় বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীকে কি ইরাকের সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে? এখানেই পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তর সমস্যাটি ধরা পড়ে। ইজরায়েল গাজার বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণে রেখেও হামাসকে শেষ করতে পারেনি। ওয়াশিংটন ইরানের তেল রফতানিতে চাপ বাড়িয়েও রাজনৈতিক সমঝোতা নিশ্চিত করতে পারেনি। সৌদি আরব ইয়েমেনে সামরিক অভিযান চালিয়েও হুথিদের বাব আল-মান্দাব ঘিরে প্রভাব ভাঙতে পারেনি। অর্থাৎ শক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে জয় এনে দিতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক সমাধান নিশ্চিত করে না।

মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পরিকল্পনা বর্তমান ইরান যুদ্ধের আগেই নির্ধারিত হয়েছিল। ২০১১ সালে ইরাক থেকে মার্কিন বাহিনী সরে যাওয়ার পর ২০১৪ সালে ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তারা ফের ফিরে আসে। এবার প্রত্যাহারের ফলে ইরানের ঘনিষ্ঠ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি নিজেদের সাফল্য দাবি করার সুযোগ পেয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে ইরাকে ইরানের প্রভাব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত। ইরাকের নিজস্ব জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক বিভাজন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থ এখনও গুরুত্বপূর্ণ। আসল পরীক্ষা হবে-বাগদাদ কতটা কার্যকরভাবে এই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে আনতে পারে। সমস্যা শুধু অস্ত্র জমা দেওয়ার নয়। কয়েকটি গোষ্ঠী সরকারি অর্থে পরিচালিত নিরাপত্তা কাঠামোর মধ্যেই রয়েছে, অথচ তাদের নিজস্ব কমান্ড ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক স্বার্থও বজায় আছে। কুর্দিদের বিমান প্রতিরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ এবং ইসলামিক স্টেটের সক্রিয় সেলগুলিও ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

এর সঙ্গে রয়েছে ইরাকের ইরানি গ্যাসের ওপর নির্ভরতা এবং নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভে রাখা ইরাকি অর্থের মাধ্যমে ডলার ব্যবস্থায় প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা। ফলে তেহরান ও ওয়াশিংটন-দুই পক্ষেরই বাগদাদের ওপর প্রভাব বজায় রয়েছে। ইরান যুদ্ধ এই পরিবর্তনকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া মার্কিন-ইজরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নিহত হন এবং দেশটির সামরিক পরিকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এপ্রিলের যুদ্ধবিরতিতে ৪০ দিনের পূর্ণমাত্রার সংঘর্ষ থামলেও স্থায়ী রাজনৈতিক সমঝোতা হয়নি। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবং সমুদ্রপথে অবরোধের চাপের মধ্যেও ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস-সমর্থিত রাজনৈতিক কাঠামো টিকে রয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলির পরিকাঠামোকে হুমকির মুখে ফেলার মতো সক্ষমতাও তেহরানের হাতে রয়ে গেছে।

এখন ইরানের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য কূটনৈতিক আলোচনাকে আরও জটিল করছে। একই সময়ে নতুন করে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী অঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসার খবর এবং ইরানের সম্ভাব্য নতুন সংঘাতের প্রস্তুতি পরিস্থিতির ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। সামরিক চাপ কিংবা কূটনীতি-কোনও পথই এখনও স্থায়ী নিষ্পত্তি এনে দিতে পারেনি। হরমুজ ঘিরে তেল পরিবহণ কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। ওমানের জলসীমা দিয়ে মার্কিন নিরাপত্তা সহায়তা, বিকল্প পাইপলাইন এবং জাহাজ থেকে জাহাজে তেল স্থানান্তরের মতো ব্যবস্থায় রফতানি বেড়েছে। কিন্তু হামলা এখনও অব্যাহত। পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের সরবরাহ দুর্বল এবং গ্যাস পরিবহণ স্বাভাবিক মাত্রার অনেক নিচে। তাই তেলের প্রবাহ ফিরেছে মানেই নিরাপত্তা ফিরেছে-এমনটা বলার সুযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে জি৭-এর জরুরি মজুত থেকে ১০ কোটি ব্যারেল তেল বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা দাম সামলাতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু পরিবহণ ও বিমার খরচ বাড়িয়ে দেওয়া আঞ্চলিক নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণটি এতে দূর হবে না।

আরব উপদ্বীপের অন্য প্রান্তে ইয়েমেনের লোহিত সাগর উপকূলে হুথিদের অগ্রগতি সৌদি আরবের ওপর চাপ বাড়িয়েছে। বাব আল-মান্দাবের দক্ষিণ প্রান্তের কাছে উপকূলীয় এলাকা নিয়ন্ত্রণে থাকায় জলপথটির ওপর হুমকি তৈরির ক্ষমতা তাদের বেড়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে বাব আল-মান্দাবের ওপর হুথিদের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা সমস্ত জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সৌদি আরবের জন্য ভূগোলটি যথেষ্ট অস্বস্তিকর। রিয়াদের ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইন হরমুজ প্রণালী এড়িয়ে ইয়ানবু বন্দরে অপরিশোধিত তেল পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু সেখান থেকে এশিয়ার দিকে যাওয়া ট্যাঙ্কারগুলিকে বাব আল-মান্দাব পেরোতেই হয়। ইরাকের ভূখণ্ড থেকে ড্রোন হামলায় ওই পাইপলাইনও একসময় আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন সংঘাত কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে, সেটিও স্পষ্ট। ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন সলমনের 'ভিশন ২০৩০'-এর অন্যতম ভিত্তি হল বিনিয়োগ, পর্যটন ও অর্থনৈতিক বৈচিত্র। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক অস্থিরতা এই পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যয়ের চাপ তৈরি করে। ৩ অক্টোবর রিয়াদে আরামকো-র একটি স্থাপনায় অগ্নিকাণ্ডের পর হুথিরা সেখানে হামলার দাবি করেছিল। সৌদি কর্তৃপক্ষ অবশ্য সেই দাবি নিশ্চিত করেনি। তবু হামলার সম্ভাবনা নিয়েই অনিদ্রশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের আস্থায় প্রভাব ফেলতে পারে।

এর পাশাপাশি মক্কা এবং মদিনায় নবীজির মসজিদের পরিষেবায় যুক্ত একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার অভিযোগও করেছে সৌদি আরব। হুথিরা সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ইয়েমেনের তাইজ এলাকায় লড়াইও তীব্র হয়েছে এবং ইয়েমেনি সরকারি বাহিনী হুথি ঘাঁটিতে হামলার কথা জানিয়েছে। রিয়াদ এখন ইয়েমেনি স্থলবাহিনীকে সামনে রেখে, সৌদি বিমানশক্তির সহায়তায় আরও বড় অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর রয়েছে। উপকূলীয় এলাকা পুনর্দখল করা গেলে আলোচনায় সৌদি আরবের অবস্থান শক্ত হতে পারে। কিন্তু বড় ধরনের সামরিক অভিযান ২০২৫ সালের দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল ইয়েমেন যুদ্ধে ফের জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিও তৈরি করবে। সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সহযোগিতাও এখন বাস্তব পরীক্ষার মুখে। পাকিস্তান সৌদি আরবে ৩০-৪০ হাজার সেনা এবং বিমান প্রতিরক্ষা সহায়তা মোতায়েন করেছে বলে খবর। এতে সৌদি বাহিনীর ওপর চাপ কিছুটা কমতে পারে। তবে সৌদি আরবকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি মানেই ইয়েমেনে সরাসরি যুদ্ধে নামা নয়। রিয়াদে জরুরি বৈঠকে হুথিদের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগের পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

এই জোটকে এখনই 'মুসলিম ন্যাটো' বলা অবশ্যই আগেভাগে হবে। যৌথ কমান্ড কাঠামো এবং সম্মিলিত প্রতিরক্ষার কার্যকর প্রক্রিয়া এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। গাজা পশ্চিম এশিয়ার আরেকটি বড় বৈপরীত্য সামনে এনেছে। অক্টোবরের যুদ্ধবিরতির প্রায় এক বছর পরও গাজার বড় অংশ ইজরায়েলের নিয়ন্ত্রণে এবং সেখানে হামলা অব্যাহত রয়েছে। পুনর্গঠনও আটকে আছে। কারণ, গাজায় মানবিক ও নির্মাণসামগ্রী প্রবেশের সীমাবদ্ধতা, গ্রহণযোগ্য ফিলিস্তিনি প্রশাসনের অভাব এবং ইজরায়েলি সেনা প্রত্যাহার ও হামাসের নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে মতবিরোধ এখনও কাটেনি। এর পাশাপাশি পশ্চিম তীরে ইজরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ এবং ফিলিস্তিনিদের স্থানচ্যুতি একটি সম্ভাব্য ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ভিত্তিকে আরও দুর্বল করছে। জাতিসংঘে জর্ডনের সতর্কবার্তা তাই গুরুত্বপূর্ণ। ইজরায়েলের সঙ্গে দীর্ঘদিনের শান্তিচুক্তি থাকা সত্ত্বেও আম্মান ফিলিস্তিনিদের স্থানচ্যুতি এবং দক্ষিণ সিরিয়ায় ইজরায়েলি সম্প্রসারণকে নিজেদের সীমান্ত ও জলসম্পদের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি হিসেবে দেখছে।

গাজার বাইরে বৃহত্তর বিপদটি হল-সাময়িক নিরাপত্তা ব্যবস্থার নামে কোনও ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ যদি স্থায়ী হয়ে যায়, তা হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমঝোতা দুটিই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। লেবাননও একই ধরনের সমস্যার মধ্যে রয়েছে। জুনে তৈরি হওয়া কাঠামো ইজরায়েলি সেনা প্রত্যাহার এবং হিজবুল্লার নিরস্ত্রীকরণ-এই দুই প্রশ্নের যোগসূত্রে আটকে আছে। এর মধ্যেই ইজরায়েলি অভিযান চলছে। লেবাননে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শক্তিশালী না হলে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য পরিবর্তন না এলে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী বাহিনীর বিদায় পরিস্থিতিকে আরও অনিশ্চিত করতে পারে। বাহিনীটির অভিযান ২০২৬ সালের শেষে শেষ হওয়ার কথা এবং ২০২৭ সালে প্রত্যাহারের পরিকল্পনা রয়েছে। সিরিয়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন জবাবদিহি, কিন্তু প্রতিশোধমূলক সাম্প্রদায়িক সংঘাত নয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন পক্ষের সীমান্ত অতিক্রম করে সামরিক তৎপরতা দেশটির পুনর্গঠনকে আরও কঠিন করে তুলছে।

এই সব ঘটনাই পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার নিরাপত্তা ভূমিকার একটি পরিবর্তিত ছবি দেখাচ্ছে। ওয়াশিংটনের কাছে এখনও বিপুল সামরিক শক্তি রয়েছে এবং তারা সৌদি আরবের প্রতিরক্ষায় সহায়তা করছে। কিন্তু হুথিদের বিরুদ্ধে সরাসরি হামলা চালানোর অনুরোধ তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে আঞ্চলিক দেশগুলি নতুন নতুন নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব তৈরি করছে। চিনের অর্থনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট হলেও তারা এখনও কোনও বিকল্প আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেয় না। অন্যদিকে কাতার ও ওমানের মতো দেশগুলি মধ্যস্থতার গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল ধরে রেখেছে। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল এবং আরব লিগের সামনে তাই বড় প্রশ্ন-কূটনৈতিক সমন্বয়কে কি বাস্তব আঞ্চলিক ব্যবস্থায় রূপ দেওয়া সম্ভব?

নাগাল্যান্ডে এনপিপির ধাক্কা, ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা হতাশ কনরাডের

শিলং, ৭ অক্টোবর : নাগাল্যান্ডে দলের পাঁচ বিধায়কই ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) ছেড়ে শাসক নাগা পিপলস ফ্রন্টে (এনপিএফ) যোগ দেওয়ায় 'খুবই হতাশ' মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা এনপিপি সভাপতি কনরাড কে সাংমা। তবে এই রাজনৈতিক ধাক্কা দলকে দুর্বল করতে পারবে না বলেই দাবি করেছেন তিনি। বরং নাগাল্যান্ড-সহ গোটা উত্তর-পূর্বে দলের সংগঠন আরও শক্তিশালী করার বার্তা দিয়েছেন সাংমা।

৬ অক্টোবর এনপিপি কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংমা বলেন, এই ঘটনায় দল মোটেই খুশি নয় এবং তাঁরা 'খুবই হতাশ'। তবে রাজনীতিতে এ ধরনের পালাবদল ঘটতেই পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দলীয় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে সাংমা বলেন, কঠিন সময়েও এনপিপির আদর্শ ও সংগঠনের প্রতি আস্থা রেখে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। তাঁর বক্তব্য, নাগাল্যান্ডের সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে দল আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে।

সাংমার কথায়, নাগাল্যান্ডে এই ধাক্কা কাটিয়ে এনপিপি ফের ঘুরে দাঁড়াবে এবং শুধু ওই রাজ্যেই নয়,



গোটা উত্তর-পূর্বে আরও শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

১ অক্টোবর এনপিপির পাঁচ বিধায়ক-এ নাইমনেই কন্যাক, নুকলুটোশি, সি কিপিলি সাংতাম, ড. তঞ্জসেইলহৌতুও রুতঞ্জসো এবং বেনেই এম লামথিউ-এনপিএফে যোগ দেন। নাগাল্যান্ড বিধানসভার স্পিকার সংবিধানের দশম তফসিল অনুযায়ী এই দলবদলকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দেন। এর ফলে ৬০ সদস্যের বিধানসভায় এনপিএফের শক্তি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯-এ। অন্য দিকে, বিধানসভায় এনপিপির কোনও বিধায়কই আর রইলেন না।

বর্তমানে এনপিএফের পাশাপাশি বিধানসভায় বিজেপির রচ জন, লোক জনশক্তি পার্টি শচরামবিলাসগ্ন ও রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া (আঠাওয়ালে)-র দু'জন করে, জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর এক জন এবং চার জন নির্দল বিধায়ক রয়েছেন। তবে এনপিপি এই ঘটনাকে 'মার্জার' বা আইনসিদ্ধ দলীয় সংযুক্তি হিসেবে বর্ণনা করতে আপত্তি জানিয়েছে। দলের জাতীয় সহ-সভাপতি ভেভোই ডি ভাদেও ঘটনাটিকে 'পোচিং' বা দল ভাঙানোর চেষ্টা বলে অভিযোগ করেছেন। এ নিয়ে আইনি পথ খতিয়ে দেখার কথাও জানিয়েছে দল। নাগাল্যান্ডের ঘটনাতেও এনপিপি জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট বা এনডিএর অংশ রয়েছে বলে ফের স্পষ্ট করেছেন সাংমা। তবে উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে এনডিএ সরকারের সঙ্গে দলের সম্পর্কের ধরন এক নয় বলেও জানান তিনি। তাঁর কথায়, মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধি না থাকলেও উত্তর-পূর্বের চারটি রাজ্যেই এনপিপি এনডিএ সরকারকে সমর্থন করে।

শিলচর পুরভোটে এনডিএর জয়, প্রভাব কমেছে কংগ্রেসে : দিলীপ শইকিয়া

শিলচর, ৭ অক্টোবর : শিলচর পুরনিগমের প্রথম নির্বাচনে এনডিএর বড় জয়ের পর কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন অসম বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকিয়া। সোমবার ফল প্রকাশের পর তিনি দাবি করেন, ৪২টি ওয়ার্ডের মধ্যে এনডিএ ৩৪টি আসনে জয়ী হয়েছে। তাঁর মন্তব্য, নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ কংগ্রেস তুলেছিল, শেষ পর্যন্ত 'নিজেদের ফাঁদেই' তারা আটকে পড়েছে।

ফলাফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে শইকিয়া বলেন, শিলচরের মানুষ বিজেপির উন্নয়নমূলক রাজনীতির উপর আস্থা রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাজের প্রতি মানুষের সমর্থনই এই ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

শইকিয়ার কথায়, কংগ্রেস নিজেদের পাতা ফাঁদেই আটকে পড়েছে। তাঁর দাবি, শিলচরে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভাবও এই নির্বাচনের পর আরও কমেছে। শইকিয়ার দাবি অনুযায়ী, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ মোট ৩৪টি ওয়ার্ডে জয় পেয়েছে। ফলাফলকে দলের প্রতি শিলচরের মানুষের 'আশীর্বাদ' বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

ত্রিপুরায় ৬০ শয্যার সরকারি আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ, অনুমোদন কেন্দ্রের

তেপানিয়ায় কলেজ ও হাসপাতাল; স্নাতক স্তরে বছরে ভর্তি হবেন ৬০ জন

আগরতলা, ৭ অক্টোবর : ত্রিপুরায় সরকারি আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরির অনুমোদন দিল ন্যাশনাল কমিশন ফর ইন্ডিয়ান সিস্টেম অব মেডিসিন বা এনসিআইএসএম। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা সোমবার জানান, গোমতী জেলার তেপানিয়ায় এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। প্রস্তাবিত ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের স্নাতক স্তরে বছরে ৬০ জন পড়ুয়া ভর্তি হতে পারবেন। রাজ্যে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাশিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই অনুমোদন গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মানিক সাহা বলেন, কলেজটি চালু হলে রাজ্যের মানুষ আরও সহজে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে চিকিৎসাশিক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হবে। ত্রিপুরায় সরকারি আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ তৈরির অনুমোদন এমন সময়ে এল, যখন রাজ্যে আধুনিক চিকিৎসাশিক্ষার আসনও বাড়ানোর উদ্যোগ চলছে। এর আগে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে বা এজিএমসিতে এমবিবিএস আসন ১০০টি বাড়ানোর প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। ফলে আয়ুর্বেদিক এবং আধুনিক-দুই ধারার চিকিৎসাশিক্ষাতেই ত্রিপুরায় আসন ও পরিকাঠামো সম্প্রসারণের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে।

কাছাড়ে দুর্গাপুজো ঘিরে নিরাপত্তা ও যান নিয়ন্ত্রণে জোর

শিলচর, ৭ অক্টোবর : ২০২৬ সালের দুর্গাপুজো শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরাপদ ভাবে সম্পন্ন করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। জননিরাপত্তা, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ভিড় সামলানো, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং প্রতিমা বিসর্জনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।



এই উপলক্ষে রবিবার কাছাড়ের জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ের নতুন সম্মেলন কক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত মনোজ্যোতি কুটুম, এসিএস। বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিনিধি ছাড়াও জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত মনোজ্যোতি কুটুম উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানান। পরে সহকারী আয়ুক্ত অরুণাভ চৌধুরী, এসিএস গত বছরের দুর্গাপুজো সংক্রান্ত বৈঠকের কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ম ও শর্তাবলি বৈঠকে তুলে ধরেন।

পুজো কমিটিগুলিকে প্যান্ডেলের থিমের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতার বার্তা তুলে ধরার আহ্বান জানান এডিসি কুটুম। 'বেটি বচাও, বেটি পড়াও', 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জনের মতো বিষয় থিমে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসারদের এ বিষয়ে পুজো কমিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ দেওয়ার জন্য বলা হয়। পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহারের পাশাপাশি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এড়িয়ে চলার উপরও জোর দেওয়া হয়।

পুজোর প্যান্ডেল বা গেট এমন ভাবে নির্মাণ করা যাবে না, যাতে রাস্তার ক্ষতি হয় কিংবা জনসাধারণের চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়। নির্মাণকাজ শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট সক্ষম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। দর্শনার্থীদের যাতায়াত মসৃণ রাখতে প্রতিটি পুজোমণ্ডপে দুটি প্রবেশপথ এবং দুটি বহির্গমন পথ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কাছাড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার্স), শিলচর, মানস শইকিয়া, এপিএস, পুজো কমিটিগুলিকে নির্ধারিত নিয়ম ও বিধি কঠোর ভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান। শান্তিপূর্ণ ভাবে পুজো সম্পন্ন করতে পুলিশ ও অসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রাখার উপর জোর দেন তিনি। প্রতিটি পুজোমণ্ডপে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং আগাম প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। অগ্নিনিরাপত্তা, বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা এবং গেটের ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আগাম জানানোর জন্যও কমিটিগুলিকে বলা হয়।

৩০ হাজার টাকা ঘুষ ! ডিব্রুগড়ে গ্রেফতার পিডব্ল্যুডি ইঞ্জিনিয়ার

ডিব্রুগড়, ৭ অক্টোবর : ডিব্রুগড়ে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে অসম পূর্ত দফতর বা পিডব্ল্যুডির এক অ্যাসিস্ট্যান্ট এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করল ডিরেক্টরেট অব ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি-করাপশন বা ডিভিএসি। সোমবার অভিযুক্ত মৃদুল বাগলারিকে তাঁর দফতরের ঘর থেকেই ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা হয় বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।

ডিভিএসির দাবি, বকেয়া বিলের টাকা ছাড়ার জন্য অভিযোগকারীর কাছে মোট ১.৩ লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন বাগলারি। তিনি ডিব্রুগড়ের সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

অভিযোগ পাওয়ার পরই ডিভিএসি ফাঁদ পাতে। তদন্তকারী দলের সদস্যরা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান চালিয়ে বাগলারিকে তাঁর অফিস চেম্বারে ৩০ হাজার টাকা গ্রহণের সময় ধরে ফেলেন বলে সংস্থার দাবি। ওই টাকা চাওয়া ঘুষের প্রথম কিস্তি ছিল বলে জানানো হয়েছে।

ডিভিএসি জানিয়েছে, অভিযুক্তের কাছ থেকে কথিত ঘুষের টাকা উদ্ধার করে স্বাধীন সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তা



বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ঘটনায় অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরো থানায় দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৮৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, প্রাথমিক তদন্তে অভিযুক্ত সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

এর পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মামলার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে ডিভিএসি।

তবে অভিযোগগুলি আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে দোষী বলা যাবে না। তদন্তের পর মামলার পরবর্তী গতিপ্রকৃতি স্পষ্ট হবে।

নগাঁও উপনির্বাচনে ৭৬ শতাংশ ভোট, গণনা ৯ অক্টোবর

নগাঁও, ৭ অক্টোবর : অসমের নগাঁও লোকসভা আসনের উপনির্বাচনে সোমবার শান্তিপূর্ণ ভাবেই শেষ হল ভোটগ্রহণ। বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রায় ৭৬ শতাংশ ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বলে জানিয়েছেন এক নির্বাচনী আধিকারিক। তবে ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের আগে ঢুকে পড়া ভোটারদের ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকায় চূড়ান্ত ভোটের হার আরও কিছুটা বাড়তে পারে।

সকাল ৭টা থেকে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের আটটি বিধানসভা এলাকায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। এই উপনির্বাচনে মোট ভোটার প্রায় ১৯.০৫ লক্ষ।

প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ লোকসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে পরে অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে দিসপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হওয়ায় নগাঁও আসনটি শূন্য হয়। সেই আসনেই এ দিন উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নগাঁওয়ে মোট ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। মূল লড়াই হয়েছে বিজেপির দেবাশিস শর্মা, কংগ্রেসের শিবামণি বরা এবং এআইইউডিএফের সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলের মধ্যে।

ভোটগ্রহণ মোটের উপর শান্তিপূর্ণ থাকলেও দিনের বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি জায়গায় অনিয়মের অভিযোগ তোলে বিরোধী দলগুলি।

কংগ্রেস নেতা তথা ধুবড়ির সাংসদ রকিবুল হুসেন অভিযোগ করেন, সামাগুড়ি বিধানসভা এলাকার কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে অজ্ঞাতপরিচয় কিছু মানুষ ঢুকে পড়েছিলেন। বিজেপি ভোটে কারচুপির চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তবে এই অভিযোগগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। নির্বাচনী আধিকারিকদের তরফেও এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য সামনে আসেনি।

ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর এখন নজর ভোটের চূড়ান্ত শতাংশের দিকে। এরপর ৯ অক্টোবর ভোটগণনা হবে এবং সেদিনই নগাঁও লোকসভা উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার কথা।

ফের উত্তপ্ত দিল্লি, জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে যন্তর মন্তরে রাহুল-প্রিয়ঙ্কারা

নতুনদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবারই দিনভর আকাশবাণী ভবনের সামনে ধরনা দিয়েছেন রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী সাংসদরা। বুধবার থেকে ফের অনির্দিষ্টকালের ধরনার পরিকল্পনা ইন্ডি জোটের। এবার গন্তব্য যন্তর মন্তর। তবে যন্তরমন্তরে পৌঁছানোর আগেই বিরোধী সাংসদদের বাধা দেয় দিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

যতদিন জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা না দেবেন, ততদিন আন্দোলন চলবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ইন্ডি জোটের বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমতো নিত্যদিন নতুন নতুন কর্মসূচি পালন করছেন ইন্ডি জোটের সাংসদরা। মঙ্গলবারও নির্বাচন কমিশন অভিযান করে ইন্ডি জোট। লোকসভার বিরোধী রাহুল গান্ধীর সঙ্গে এদিন মিছিলে পা মেলান সম্মিলিত বিরোধী জোটের সাংসদরা। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন অখিলেশ যাদব, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া সুলে-সহ জোটের শীর্ষ নেতারা। কিন্তু নির্বাচন সদনে পৌঁছনোর অনেক আগেই ইন্ডি সাংসদদের আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ। বাধা পেয়ে কমিশনের উলটো দিকে আকাশবাণী ভবনের সামনে ধরনায় বসেন বিরোধী সাংসদরা। দিনভর ধরনার পর সন্ধে নাগাদ জোরপূর্বক সেই ধরনা তুলে দেয় দিল্লি পুলিশ। আটক করা হয় রাহুল গান্ধী-প্রিয়াঙ্কা গান্ধীদের। ঘণ্টা দুই বাদে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে মঙ্গলবারের কর্মসূচিতে ইন্ডি জোটের বাইরে থাকা বিজু জনতা দলও যোগ দিয়েছিল। বুধবার দুপুরে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বিরোধী সাংসদদের মধ্যাহ্নভোজনে ডাকেন। এবার দিল্লির এক নামী রেস্তরাঁয় জড়ো



হন ইন্ডি জোটের বহু সাংসদ। তাৎপর্যপূর্ণ তাতে যোগ দেন আপের প্রতিনিধিরাও। ওই মধ্যহ্নভোজনের পরই রাহুল গান্ধী ঘোষণা করে দেন, "জ্ঞানেশ কুমারকে আমরা সরিয়েই ছাড়ব। ওকে ইস্তফা দিতেই হবে।" রাহুলের ঘোষণার পরই আচমকা যন্তর মন্তরের দিকে এগোতে শুরু করেন ইন্ডি জোটের সাংসদরা। রাহুল গান্ধী যে তৎক্ষণাৎ কোনও কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারেন, সে আন্দাজ পুলিশের ছিল। কারণ ইতিপূর্বে তিনি আচমকা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনেও ধরনা দিয়েছেন। এবার পুলিশ আগেভাগে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাতেও রোখা যায়নি সাংসদের। বাসে করে তাঁরা চলে যান যন্তর মন্তরে। যদিও সেখানেও কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সাংসদরা গাড়ি থেকে নামার পর পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় তাঁদের। রাস্তায় শুয়ে পড়েন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। আশেপাশে ঘিরে ফেলেন অন্য সাংসদরাও। পর একপ্রকার পাঁজাকোলা করে তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় যন্তর মন্তর থেকে।

তৃণমূল জমানায় তুষ্টিকরণ নিয়ে গুজরাটে সরব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ৭ অক্টোবর : তৃণমূল জমানায় দুর্গাপুজো করতে আদালতে যেতে হত, রামনবমীর মিছিলেও মিলত না অনুমতি। তৃণমূলের তুষ্টিকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে বুধবার এই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, গত ৫০ বছরে গোটা রাজ্যের সর্বনাশ করে দিয়েছে বাম ও তৃণমূল। বর্তমানে বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখানো পথেই রাজ্য সরকার কাজ করবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশাসক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার গুজরাতে ভাডনগরে সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকেই তিনি একযোগে বাম ও তৃণমূলকে নিশানা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, তৃণমূল আমলে লাখ লাখ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। সেখান থেকে ৩ লাখের বেশি অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়েছিল গুজরাটে। ৬০০ কিলোমিটার সীমান্ত



এলাকা খোলা পড়েছিল। বেড়া দেওয়ার জন্য জমি দেয়নি তৃণমূল সরকার। তৃণমূল সরকারের মদতেই অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে প্রবেশ করেছে বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু। তিনি জানান, বর্তমান সরকার গঠন হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফকে জমি দেওয়ার কাজ শুরু করেছে।

শুভেন্দুর কথায়, "মোদির জন্মভূমিতে আসতে পেরে আমি গর্বিত। যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, বাংলাকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়ত। কিন্তু মোদির নেতৃত্বে বাংলাকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। এই জন্য তাঁকে কোটি কোটি প্রণাম। মোদির নেতৃত্বে বাংলায় রাষ্ট্রবাদী ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠন হয়েছে।"

ছাত্ররোষে জ্বলছে প্রেমের শহর প্যারিস! হিংসার জেরে ধৃত ৫০০

বিক্ষোভকারীদের হটাতে কাঁদানে গ্যাস এবং জলকামান ব্যবহার



প্যারিস, ৭ অক্টোবর : প্রেমের শহর প্যারিস আজ 'প্রেমহীন'। শহরের রাজপথে এখন শুধুই বিক্ষোভ আর উত্তেজনা। স্কুলের শ্রেণিকক্ষের জরাজীর্ণ অবস্থা, অতিরিক্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক সংকটের প্রতিবাদে পথে নেমেছেন লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া। মঙ্গলবার থেকেই সেই বিক্ষোভের ঝাঁজ আরও বাড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্তত ৫০০ প্রতিবাদীকে। বিক্ষোভকারীদের হটাতে কাঁদানে গ্যাস এবং জলকামান ব্যবহার করছে পুলিশ।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি হাই স্কুলে শিক্ষক-সংকটের জেরে এই বিক্ষোভের সূচনা হয়। পরবর্তীতে তা দেশের অধিকাংশ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে ফ্রান্সের অন্তত ৪০টি শহর। ২ সপ্তাহ ধরে চলা এই আন্দোলনের জেরে রাজপথে নেমে এসেছে প্রায় ৩ লক্ষ পড়ুয়া। ফ্রান্স সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বিক্ষোভের জেরে কমপক্ষে দেশের ৯০০টি স্কুল বন্ধ করা হয়েছে। তবে ধীরে ধীরে এবং আংশিকভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

প্রাথমিকভাবে এই প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হলেও পরে কিছু কিছু জায়গায় তা হিংসায় পরিণত হয়। অভিযোগ, প্রতিবাদের নামে ভাঙচুর চালান বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজপথে নামে পুলিশের দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী। তারপরই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের হটাতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটাচ্ছে পুলিশ। ছোড়া হচ্ছে জলকামানও। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বিক্ষোভে এখনও পর্যন্ত আহত হয়েছেন ২১৫ জন পড়ুয়া, ৮৫ জন স্কুলকর্মী এবং ৪৩ পুলিশকর্মী। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকর্নু এই বিক্ষোভকে 'কয়েক দশকের মধ্যে স্কুল ব্যবস্থার উপর সবচেয়ে বড় আঘাত' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর সাফ কথা, দেশে হিংসার কোনও স্থান নেই।

'সিবিআই এসেছে, এবার ইডির পালা', কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী মানের

চণ্ডীগড়, ৭ অক্টোবর : ভোটমুখী পাঞ্জাবে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ। সেই মামলায় ভগবন্ত মানের দপ্তরে তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এরপরই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপিকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সিবিআই এসেছে। এবার ইডির পালা।" পালটা মানকে তোপ দেগেছে গেরুয়া শিবির। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিজেপি পাঞ্জাব নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। আমার ক্যাম্প অফিসে সিবিআই তল্লাশি চালিয়েছে। এখন পাঞ্জাব সরকার ও আমার মর্যাদাহানি করার জন্য ইডি -সিবিআইকে অপব্যবহার করা হবে। জনগণের কাছ থেকে আমি যে ভালোবাসা ও সমর্থন পাচ্ছি, তা দেখে বিজেপি বিচলিত হয়ে পড়েছে। এ রাজ্যে তারা নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।" মানের অভিযোগ, পাঞ্জাবকে কোণঠাসা করার চেষ্টায় রয়েছে বিজেপি।

ইমরান সমর্থকদের আন্দোলন প্রত্যাহারের আহ্বান শাহবাজের

ইসলামাবাদ, ৭ অক্টোবর : জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে ইসলামাবাদের দিকে এগিয়ে চলা প্রতিবাদ মিছিল প্রত্যাহারের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। মঙ্গলবার তিনি পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর নেতৃত্বকে ফের আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন। ইমরান খানের সমর্থকেরা রবিবার থেকে এই মিছিল শুরু করেন। সরকারের সঙ্গে উত্তেজনা কমানো এবং আন্দোলন নিয়ে সমঝোতার লক্ষ্যে একাধিক দফা আলোচনা হলেও তা থমকে যাওয়ার পরই মিছিল শুরু হয়।

শাহবাজ বলেন, আন্দোলন ও অবস্থান-বিক্ষোভ বন্ধ করলে সরকার পিটিআইয়ের সঙ্গে ফের আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। তাঁর বক্তব্য, "হুঁশে ফিরে আসুন। লং মার্চ ও অবস্থান-বিক্ষোভ বন্ধ করুন। তা হলেই আমরা আপনাদের সঙ্গে বসে কথা বলব।" তবে একই সঙ্গে আন্দোলন নিয়ে কড়া বার্তাও দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, বিক্ষোভের জেরে সরকারের অর্থনৈতিক উদ্যোগ ব্যাহত হলে তা রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। এমন পরিস্থিতি সরকার মেনে নেবে না বলেও সতর্ক করেছেন তিনি। শাহবাজ বলেন, মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের শাসিত খাইবার পাখতুনখোয়া থেকেই মূলত মিছিলটি এগোচ্ছে। সোমবার কোহাট জেলায় হাজার হাজার ইমরান-সমর্থককে রাস্তায় নামতে দেখা যায় বলে এএফপির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি ইমরান খানের মুক্তি। ২০২৩ সালের অগস্ট থেকে জেলে রয়েছেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী। দুর্নীতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রদ্রোহ এবং হিংসায় উসকানির মতো একাধিক অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। ইমরান ও তাঁর আইনজীবীরা অবশ্য অভিযোগগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করে আসছেন। তাঁদের বক্তব্য, ইমরানের জনপ্রিয়তা কমাতেই এই মামলা।

গণতন্ত্রের শক্তি সংলাপ ও জনঅংশগ্রহণে : ওম বিড়লা

নতুনদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মতের বৈচিত্রঞ্জয, সংলাপ এবং মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যেই শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি তৈরি হয় বলে মন্তব্য করলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। মঙ্গলবার গোয়া বিধানসভা ভবনের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সহমত ও মতবিরোধ-দুইয়ের জন্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জায়গা থাকা প্রয়োজন। বিড়লার বক্তব্য, বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে জায়গা দিতে পারলেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আরও শক্তিশালী হয়। ভারতের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখছে বলেও উল্লেখ করেন বিড়লা। ভারতীয় সভ্যতার 'বসুধৈব কুটুম্বকম' ভাবনাকে সেই ভূমিকার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেন তিনি। বিড়লা বলেন, গণতন্ত্রের সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ও সমস্যাগুলি কতটা কার্যকর ভাবে নীতি, আইন এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হচ্ছে তার উপর।

গোয়ার মতো ছোট রাজ্যে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি যোগাযোগ তুলনামূলক বেশি। তাই বিধায়ক ও অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মানুষের সমস্যা ও প্রত্যাশার প্রতি আরও সংবেদনশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানোর পক্ষেও সওয়াল করেন লোকসভার স্পিকার। তাঁর মতে, আইন, বিধি, নীতি, সংসদীয় বিতর্ক এবং বিভিন্ন কমিটির কাজ সম্পর্কে নাগরিকদের তথ্য সহজে পৌঁছে দিতে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

বিধানসভাগুলির মধ্যে প্রযুক্তি, আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ভাগ করে নেওয়ার কথাও বলেন তিনি। বিভিন্ন বিধানসভা একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিখলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আরও কার্যকর হতে পারে বলে তাঁর মত।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর উপরও জোর দেন বিড়লা। প্রযুক্তি, শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দেশের তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের আইন প্রণয়ন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আরও যুক্ত করা গেলে নীতি ও আইনের মান উন্নত হতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি। গোয়া বিধানসভার চতুর্থ বছরের যাত্রা তুলে ধরতে চার দিনের কর্মসূচিরও প্রশংসা করেন বিড়লা।

শেষ উপন্যাস প্রকাশের একদিন আগে প্রয়াত জেফ্রি আর্চার

৮৬ বছর বয়সে প্রয়াত ব্রিটিশ লেখক ও প্রাক্তন রাজনীতিক; মৃত্যুর পরদিনই প্রকাশিত হল তাঁর শেষ উপন্যাস 'অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ'। পাঁচ দশকের সাহিত্যজীবনে বিশ্বজুড়ে বিক্রি হয়েছে ৩০ কোটিরও বেশি বই

একজন লেখকের জীবনের শেষ গল্পটি পাঠকের হাতে পৌঁছল তাঁর মৃত্যুর পরদিন। ব্রিটিশ সাহিত্যিক জেফ্রি আর্চার ৮৬ বছর বয়সে সোমবার নিজের বাড়িতে প্রয়াত হয়েছেন। আর মঙ্গলবার, ৬ অক্টোবর, প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শেষ উপন্যাস Adam & Eve। তাঁর প্রকাশক হার্পারকলিন্স জানিয়েছে, আর্চারের মৃত্যু হয়েছে 'হঠাৎ এবং শান্তিপূর্ণভাবে'। মৃত্যুর কারণ অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি।

এই ঘটনাপ্রবাহে আর্চারের শেষ বইটির প্রকাশ যেন তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের এক অদ্ভুত সমাপ্তি হয়ে উঠেছে। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে পাঠকদের জন্য গল্প লিখেছেন তিনি। ক্ষমতা, অর্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক;এই সবকিছুকে ঘিরে তাঁর গল্পের জগৎ তৈরি হয়েছে। সহজে এগিয়ে চলা কাহিনি, নাটকীয় বাঁক এবং চরিত্রের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে তৈরি গল্প তাঁকে আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার লেখকদের তালিকায় জায়গা করে দেয়।

হার্পারকলিন্সের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তাঁর লেখা বইয়ের ৩০ কোটিরও বেশি কপি বিশ্বজুড়ে বিক্রি হয়েছে। একাধিক প্রজন্মের পাঠক তাঁর উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বিশেষ করে জ্ঞথৰত্রঃ ঙ্ত্নত্রত্তাঁকে আন্তর্জাতিক



জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যায়। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত উপন্যাসটি দুই ভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক পটভূমির মানুষের জীবন, সাফল্য এবং দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প। বইটি পরবর্তী সময়ে আর্চারের সবচেয়ে পরিচিত কাজগুলির একটি হয়ে ওঠে।

তবে Kane & Abel একা নয়। Not a Penny More– Not a Penny Less– A Matter of Honour এব, The Fourth Estate-এর মতো উপন্যাসও তাঁকে বিপুল পাঠক এনে দেয়। তাঁর গল্পে বারবার ফিরে এসেছে অর্থ ও ক্ষমতার লড়াই, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ এবং ভাগ্য বদলে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। পাঠককে দ্রুত গল্পের মধ্যে টেনে নেওয়ার ক্ষমতাই ছিল তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আর্চারের জনপ্রিয়তার প্রমাণ শুধু বই বিক্রির পরিসংখ্যানেই আটকে থাকেনি। তাঁর একাধিক রচনা টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে রূপ পেয়েছে। Kane & Abel ১৯৮৫ সালে টেলিভিশন মিনি-সিরিজে অভিযোজিত হয়। সেখানে আবেল রোসনভস্কির চরিত্রে অভিনয় করেন পিটার স্ট্রস এবং উইলিয়াম লওয়েল কেনের চরিত্রে ছিলেন স্যাম নিল। আর্চারের অন্যান্য রচনাও বিভিন্ন সময়ে পর্দায় এসেছে।

তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ের পাশাপাশি জেফ্রি আর্চারের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ব্রিটিশ রাজনীতির একটি দীর্ঘ অধ্যায়। কনজারভেটিভ পার্টির সাংসদ হিসেবে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। পরবর্তী সময়ে হাউস অব লর্ডসের সদস্য হন এবং কনজারভেটিভ পার্টির ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। রাজনীতিতে তাঁর উত্থান ছিল দ্রুত, কিন্তু সেই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে একটি গুরুতর আইনি বিতর্কের মধ্য দিয়ে।

১৯৮৭ সালে The Daily Staré-এর বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলায় নিজের পক্ষে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। মামলায় নিজের অবস্থান সমর্থন করতে তিনি একটি মিথ্যা আলিবি তৈরি করেছিলেন বলে আদালতে প্রমাণিত হয়। ২০০১ সালে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং কারাদণ্ড পান। সেই ঘটনার পর তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার কার্যত শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু রাজনীতির পতন তাঁকে লেখালেখি থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। বরং পরবর্তী সময়েও তিনি নিয়মিত লিখেছেন। বিতর্ক, কারাবাস এবং রাজনৈতিক জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতার পরও তাঁর বইয়ের পাঠকসংখ্যা কমেনি। নতুন উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্প ও নন-ফিকশনও লিখেছেন তিনি। পাঁচ দশকের সাহিত্যজীবনে তাঁর লেখার পরিমাণ এবং বাণিজ্যিক সাফল্য তাঁকে ব্রিটিশ জনপ্রিয় সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম করে তুলেছিল।

তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করার ক্ষমতা। আর্চারের গল্পে জটিল রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্ন থাকলেও কাহিনির গতি কখনও থেমে থাকত না। চরিত্রগুলি সাধারণত প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত সংকট বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। ফলে তাঁর বই শুধু সাহিত্যিক মহলেই নয়, সাধারণ পাঠকের মধ্যেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই দীর্ঘ যাত্রার শেষ সংযোজন Adam & Eve। বইটি প্রকাশের সময়ই তাঁর মৃত্যুর খবর সামনে আসায় উপন্যাসটি স্বাভাবিকভাবেই নতুন এক আবেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।


KRC TIMES
STAY ENRICHED
STAY INFORMED, STAY ENRICHED
Breaking News
In-Depth Analysis
Expert Opinions
Local & Global Stories
Diverse Content
SCAN TO EXPLORE MORE!
or visit Https://linktr.ee/krctimes
KRC TIMES
STAY ENRICHED


NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER
North East Integration Rally
Peace | Progress | Prosperity
2026
YOUR VOICE. YOUR VOTE.
Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform
Nominations are open for
North East Integration Rally
Teacher Excellence Award
2026-27
Who Can Nominate?
Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate
Scan the QR & Fill the Google form
https://bit.ly/NEIRTEA
www.krcfoundation.org

প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।